নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ২৭২/২০২২

মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েব
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিপক্ষদ্বয়
এ্যাডভোকেট মোঃ আল আমীন আব্দুল্লাহ
---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী আককাছ চৌধুরী
----------২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে
এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- --রাষ্ট্র পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৫.০৪.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ দায়রা জজ, মৌলভীবাজার কর্তৃক দায়রা মামলা নং ১৯৭/২০১৭ (*সি, আর নং ৩৬০/২০১৬ হতে উদ্ভূত)-এ ধারা ১৩৮ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২,৮১,৩৫,৯০৬/- (দুই কোটি একাশি লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার নয়শত ছয়) টাকা* অর্থদন্ডের বিগত ইংরেজী ২০.০১.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আফতাব হোসেন (ডালিম) ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারায় ফৌজদারী আপীল দাখিল করলে অত্র আপীলটি শুনানীর জন্য গৃহীত হল।

সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আল আমীন আব্দুল্লাহ উপস্থিত হয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আলী আককাছ চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল মেমোসহ নথী পর্যালোচনা করা হলো। সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আল আমীন আব্দুল্লাহ এবং ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আলী আককাছ চৌধুরীর বক্তব্য শ্রবণ করলাম।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

২নং প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী আককাছ চৌধুরী প্রথমেই নিবেদন করেন যে, অত্র সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েব জাল (fake) চালান দাখিলপূর্বক অত্র ফৌজদারী আপীলটি দাখিল করেছে। অপরদিকে আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আল আমীন আবদুল্লাহ " An application on behalf of the learned Advocate for exonerating him from the allegation of forgery in the instant criminal appeal " দরখাস্ত উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, তিনি অত্র তদবীরকারের মাধ্যমে আপীলকারীকে ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে আপীলকারীর মোবাইল ফোন বন্ধ পান। অত্র চালান যে জাল তৎবিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না। তার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি আদালতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ভূয়া চালান বিষয়ে বিজ্ঞ দায়রা জজ, মৌলভীবাজার এর বিগত ইংরেজী ২৮.০২.২০২২ তারিখের ৪৪ নং আদেশটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

" আদেশ নং ৪৪

অদ্য সংশিষ্ট ব্যাংক থেকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য ধার্য আছে। মোট আসামী ০১ জন। অভিযোগকারীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন। আসামীপক্ষ বিনা তদ্বিরে গরহাজির। সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে বিগত ২২.০২.২০২২ ইং তারিখের ৪২ নং আদেশের আলোকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

অভিযোগকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন করলাম ও নথি পর্যালোচনা করলাম। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্র দায়রা ১৯৭/২০১৭ নং মামলায় বিগত ২০.০১.২০২১ ইং তারিখে আসামী মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েবকে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর section 138 ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে তাকে ০৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও চেকে উল্লেখিত ২,৮১,৩৫,৯০৬/- (দুই কোটি একাশি লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার নয়শত ছয়) টাকার জরিমানায় দন্ডিত করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত আসামীকে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিগত ২৩.০২.২০২১ ইং তারিখে আপীল দায়ের শর্তে জামিন প্রদান করা হয়। আসামী ইতিমধ্যে মহামান্য হাইকোর্টে ফৌজদারী আপীল ২৭২/২০২২ দায়ের করেছেন উল্লেখে উক্ত আপীল মামলা বিগত ২৬.০১.২০২২ ইং তারিখের আদেশের সহিমোহরী নকল দাখিল করেছেন। অপরদিকে, অভিযোগকারীপক্ষ বিগত ১৫.১২.২০২১ ইং তারিখে একখানা দরখাস্ত দাখিলক্রমে উল্লেখ করেন যে, আসামী মহামান্য হাইকোর্টে দায়রা ১৯৭/২০১৭ নং মামলার বিপরীতে আপীল করার জন্য রায়ে বর্ণিত টাকার অর্ধেক টাকা প্রকৃতপক্ষে জমা না দিয়ে ১,৪০,৬৭,৯৫৩/-(এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকার জাল চালান মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল করেছেন এবং উক্ত চালানের ফটোকপি অত্র দায়রা আদালতে দাখিল করেছেন। নথিদৃষ্টে দেখা যায়, আসামী মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েব সোনালী ব্যাংক, মৌলভীবাজার শাখা, মৌলভীবাজারে ০৮.১১.২০২১ ইং তারিখের ২৫১নং চালানমুলে ১,৪০,৬৭,৯৫৩/-(এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা জমা দেয়ার পোষকে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক সত্যায়িত চালানের ফটোকপি অত্র আদালতে দাখিল করেছেন। অভিযোগকারীপক্ষের উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জমা দেওয়া চালানের ফটোকপিসহ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় উল্লেখিত চালানটি সঠিক কি না সে বিষয়ে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য চিঠি ইস্যু করা হয়। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিঃ মৌলভীবাজার শাখা, মৌলভীবাজার এর নিজস্ব প্যাডে ২৩.০২.২০২২ ইং তারিখের স্মারক নং এসবিএল/মৌবা/সঃচাঃ/৪৩ মুলে সরকারী চালানের সঠিকতা বিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয় যে, '' যথাবিহীত সম্মানপূর্ব উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার কার্যালয় থেকে ২২.০২.২০২২ ইং তারিখে ইস্যুকৃত স্মারক নং ৩৮৮(২) এ যে চালানের সত্যায়িত ফটোকপি প্রেরন প্রেরন করা হয়েছে (চালান নং ২৫১) তারিখ ০৮.১১.২০২১ ইং টাকা ১,৪০,৬৭,৯৫৩/- (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) তা অত্র শাখায় জমা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হয়নি। চালানটি সঠিক নয়।''

অভিযোগকারীপক্ষের বিগত ১৫.১২.২০২১ ইং তারিখের দরখাস্ত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দায়রা ১৯৭/২০১৭ নং মামলার আসামী মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েব রায়ে উল্লেখিত জরিমানার টাকার অর্ধেক বিধি মোতাবেক জমা না দিয়েই জাল চালানমুলে উক্ত অর্ধেক টাকা জমা প্রদান দেখিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে ফৌজদারী আপীল ২৭২/২০২২ দায়ের করেছেন। যেহেতু, অত্র মামলা নং ১৯৭/২০১৭ এর রায় ইতিমধ্যে প্রদান করার কার্য সমাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ফৌজদারী আপীল ২৭২/২০২২ বর্তমানে চলমান আছে সেহেতু, আসামী মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েবের উল্লেখিত জালিয়াতির বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীল ২৭২/২০২২ মামলায় বিধি মোতাবেক অবহিত করানোর জন্য দায়রা ১৯৭/২০১৭ নং মামলার অভিযোগকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অবগত করানো হোক।

আমার কথিত মতে লিখিত। আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বা/অপাঠ্য *স্বা/অপাঠ্য*

দায়রা জজ, মৌলভী বাজার *দায়রা জজ, মৌলভী বাজার''*

নথি পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, অত্র আপীলকারী মোঃ ফজলুর রহমান সোয়েব ভূয়া চালান জমা প্রদান পূর্বক অত্র আপীলটি দায়ের করেছেন।

অতএব, আদেশ হয় যে, আপীলকারী Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা 138A এর বিধান প্রতিপালন না করে জাল চালান দাখিলপূর্বক অত্র আপীলটি দায়ের করেন হেতু না মঞ্জুর করা হল।

অত্র আপীলকারী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে জাল চালান দাখিল করে যে দুঃসাহস দেখিয়েছে তার দৃষ্টান্তমুলক সাজা হওয়া আবশ্যক। আপীলকারী একা এমনতর দুঃসাহসিক কাজ করে নাই প্রতিয়মান। এটি নিশ্চিত যে, আপীলকারীকে এতদ্‌বিষয়ে একটি দুষ্ট চক্র সহায়তা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

করেছে। এই চক্রের মুখোশ উন্মোচন হওয়া জরুরী। যে কোন মুল্যে জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল এই সর্বোচ্চ আদালত তথা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ রেজিষ্ট্রার জনাব মুন্সি মোঃ মশিয়ার রহমানকে এতদ্‌বিষয়ে তদন্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতঃ এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। উল্লেখিত তদন্তকাজে বিজ্ঞ রেজিষ্ট্রারকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করার জন্য আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ প্রজাতন্ত্রের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বিজ্ঞ রেজিষ্ট্রার তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধী সনাক্ত করতঃ অত্র আপীলকারী এবং তার সহযোগী/সহায়তাকারী প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করবেন।

বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার কর্তৃক তদন্তের সময় এবং পরবর্তীতে ফৌজদারী মামলা তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে নথি পরিদর্শন করতে পারবেন। তাছাড়া তদন্তের স্বার্থে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে তর্কিত চালানের মূলকপিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি নথী হতে উত্তোলনপূর্বক (ছায়াকপি নথিতে সামিলক্রমে) জব্দ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য অত্র রায় ও আদেশের কপি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ রেজিষ্ট্রার জনাব মুন্সি মোঃ মশিয়ার রহমানকে প্রেরণ করা হউক।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)